করোনায় দেশে আরও ৩৮ জনের প্রাণহানি

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ৯৭২ জনে।

এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন এক হাজার ৫১৪ জন। এ নিয়ে দেশে এখন পর্যন্ত মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ৭৫ হাজার ২৭ জনে।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গাংনীতে ঈদের কেনাকাটায় পোশাকের দাম চড়া

সারা মাসের সংযম শেষে আনন্দের ঈদ। মুখে মুখে প্রশান্তির দীপ্তশিখা, সঙ্গে ঈদকে উপভোগ্য করে তোলার হাজার আয়োজন। অভিযাত বিপনী বিতান থেকে শুরু করে ফুটপাত, সবখানেই ব্যস্ততা। হাজার কোলাহল পেরিয়ে প্রিয় মানুষটির জন্য মানানসই পোশাকটি খুঁজে বের করার কী আপ্রাণ চেষ্টা, যেন ঝিনুক সেচে মুক্তার খোঁজ। ছেলেরা ঈদবাজারে জুতসই পাঞ্জাবি কিনছেন। আর মেয়েরা কিনছেন সালোয়ার কামিজ।

তবে বর্ষা আর গরমে ঈদ হওয়ায় ছেলে মেয়েরা সবাই সূতি কাপড়ের প্রতি আগ্রহী। যতই ঘনিয়ে আসছে ঈদ ততই জমে উঠছে বিপনী বিতানসহ নানা পোশাকের দোকান। ক্রেতাদের চাপ দেখে বাড়ানো হচ্ছে পোশাকের দাম।

বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, সুইয়ের ফোঁড়ে লুকিয়ে থাকা সুন্দর কারুকাজের পাঞ্জাবি আর সাদামাটা নকশার ও ঝাকঝকহীন কারুকাজের

কুলুপ এঁটেছেন।

দোকানীরা জানালেন, ক্রেতারা বিশেষ করে পাথরের তৈরী গহনা সেট পছন্দ করেন। তাই এবার ঈদে আমদানী করা হয়েছে বিদেশী সিটি গোল্ড ও পাথরের মালা, কানের দুল, চুড়িসহ অন্যান্য জিনিস পত্র। এখানে ১০ টাকা থেকে শুরু করে ১০০০ হাজার টাকা মুল্যের গহনা সেট পাওয়া যায়। দোকানীরা আরো জানান, সাজু গুজু করে মনটা রাঙানোর পাশাপাশি হাতটা রাঙাতে হবে। তাই মেহেদী কেনারও ধুম পড়েছে তাদের। বিভিন্ন কোম্পানীর তৈরী মেহেদী বাজারে পাওয়া গেলেও বেশী বিক্রি হচ্ছে রাঙাপরী।

বেচা কেনা যায় হোক, সব চেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে, কেউ স্বাস্থ্য বিধি মানছেন না। এতে ঈদ আনন্দ ভেস্তে যেতে পারে। সে কথাটি যেন সবার কাছেই উপেক্ষিত। প্রশাসনও ঝিমিয়ে। কোন তৎপরতাও নেই। আবার স্বাস্থ্য বিধির ব্যাপারে পদক্ষেপের কথা জানতে চাইলেও কোন স্বদুত্তোর তারা দেন না।

ফলোআপ মেহেরপুরের বাড়িবাকা থেকে মাটি কাটার এক্সকাভেটর ও দুটি ট্রাক্টর জব্দ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাকা মাঠে পুকুর কাটার নামে আবাদি জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি ইটভাটায় বিক্রি করা অভিযোগে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে বাড়িবাকা এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। এসময় প্রশাসনের উপস্থিতি টের পেয়ে সকলে পালিয়ে যায়।

পুকুর কাটার নামে আবাদি জমিতে অবৈধভাবে মাটি কেটে পুকুর খনন ও মাটি ইটভাটায় বিক্রি করা হচ্ছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সহকারি কমিশনার (ভূমি) ইয়ানুর রহমান বাড়িবাকা মাঠে মধ্যে এই অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় সহকারি কমিশনার ভূমি ইয়ানুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের মাটি ও বালু ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ অনুসারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কোন কৃষি জমি থেকে মাটিকাটা, বালু উত্তোলন, বিক্রি করা, বহন করা এবং জমির শ্রেণী পরিবর্তন করা আইনগতভাবে অন্যায়।

এই আইন অমান্য করলে সর্বনিম্ন ৫০ হাজার সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা সর্বনিম্ন ৬ মাস থেকে সর্বোচ্চ ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

এখানে উপস্থিত হলে এস্কেভেটর ও ট্রাক্টর চালকরা পালিয়ে যায় যেহেতু খননের সাথে সম্পৃক্ত যারা তাদেরকে না পাওয়ায় সিদ্দিক মেম্বার এর নিকট এক্সকাভেটর ও দুটি ট্রাক্টর জিম্মায় দেওয়া হয়েছে। আইনের দিক থেকে আমাদের আমাদের অবস্থান খুবই শক্ত। পরবর্তী ব্যবস্থাগুলো আমরা আইনের মাধ্যমে নেব।

উল্লেখ্য গত ৯ মে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন এ বাড়িবাকাতে ফসলি জমিতে পুকুর খনন শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়।

রাজনগরে ইউপি সদস্য আরমান আলীর ঈদ সামগ্রী বিতরণ

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে অসহায় মানুষের পাশে দাাঁড়িয়েছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে ইউপি সদস্য আরমান আলী। আরমান আলীর নিজ উদ্যোগে প্রায় ১২’শ কর্মহীন হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার শাড়ি লুঙ্গি সহ খাবার সামগ্রী বিতরণ করেন।
গতকাল রবিবার সকালে রাজনগর গ্রামে তার নিজ বাসভবন প্রাঙ্গণে এসকল উপকরণ বিতরণ করা হয়।

এসময় প্রতি পরিবার কে ১ কেজি পোলাও চাল, ২ কেজি আটা, ৫০০ গ্রাম চিনি, সেমাই, দুধ, শাড়ি, লুঙ্গিসহ বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এসময় আরমান আলী বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে লকডাউনে খেটে খাওয়া মানুষেরা তাদের কর্ম হারিয়ে কষ্টের মধ্◌েয দিনযাপন করছে।

ইউনিয়নের জনগণ আমাকে ভোট দিয়ে পরপর ৩ বার তাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করছে। তাদের এই বিপদের দিনে আমি সর্বাত্বক সহযোগিতা নিয়ে তাদের পাশে থাকতে চাই। তাদের ভালোবাসার প্রতিদান দিতেই অসহায় ও দুঃস্থ মানুষগুলোকে আমৃত্যু সহযোগিতা করতে চাই।

তিনি সমাজের বিত্তশালীদের নিজ নিজ এলাকার অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে আহ্বান জানান। এসময় স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় সেচ্ছায় রক্তদান সংগঠনের ইফতার মাহফিলে

দামুড়হুদায় মানব সেবায় সেচ্ছায় রক্তদান সংগঠনের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার দামুড়হুদা দারুল নাজাত বহুমূখি নূরনী মাদরাসা ও জামে মসজিদে সংগঠনটির আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ও নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী হাজি আ:কাদির।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির দামুড়হুদা থানা সভাপতি আ:রহিম, সাধারণ সম্পাদক পারভেজ খাঁন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক তালহা, আ: ওদুদ শাহ্ ডিগ্রী কলেজ শাখার সভাপতি তৌফিক হাসান, সাধারণ সম্পাদক সালমান খাঁন সহ সদস্যবৃন্দ।

দামুড়হুদায় বিশ্ব ‘মা’ দিবস

উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় বিশ্ব ‘মা’ দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
জানা গেছে, গতকাল রবিবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ’ র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ।
আরো উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি সম্পাদক সহ মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের প্রশিক্ষণার্থীরা।

আমঝুপি ইউনিয়নে প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা প্রদান

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের কর্মহীন অসহায় মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
রবিবার সকালে আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আমঝুপি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে কর্মহীন দুঃস্থদের প্রত্যেককে ৪৫০ টাকা করে তুলে দেন।

এসময় সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম, আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

না। তাই লেদমেশিনে নিজের মতো যন্ত্রাংশ তৈরি করি। করাচি থেকে দেড়শ টাকায় আনাই একটা লেন্সও। রেলগেইটের লাইটে যে কাঁচ লাগানো থাকে, ওরকম দুটো কাঁচও জোগাড় করি। এগুলো দিয়েই বানাই এনলার্জ। ওটা বানানোর কথা তখন চিন্তাও করা যেতো না। পরে অফিসের ভেতর একটা রুমকে স্টুডিও বানিয়ে ফেললাম। এভাবেই ফটোগ্রাফির আগ্রহটা জীবন্ত রাখি।’’

তারপর এলো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা এবং রাজনীতিতে জড়ানোর প্রসঙ্গ। ক্যামেরা হাতে বলতে গেলে সারাজীবনই কাটিয়ে দেয়া রায়হান বলেন, ‘‘বাল্যবন্ধু ছিলেন ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম। একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। ১৯৭০ সালের মার্চের ঘঁনা। তখন আমি কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট। নির্বাচনী জনসভা হবে, শেখ মুজিব আসবেন কুষ্টিয়াতে। ব্যারিস্টারকে তিনি বললেন, ‘তুই যশোরে আয়, আমি রাতে নামবো ওখানে।’ ব্যারিস্টারসহ একটা গাড়ি নিয়ে আমরা যাই যশোরে। কিন্তু ওইদিন ফ্লাইট লেট হয়। বেশি রাত হওয়ায় বঙ্গবন্ধুকে ঝিনাইদহেই রাখলাম। সকালে নিয়ে আসি কুষ্টিয়াতে, উনি ওঠেন ডাকবাংলোতে।’’

‘ ‘বঙ্গবন্ধুকে খাওয়ানোর দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। বাড়ির গরুর দুধ পর্যন্ত তাকে খাইয়েছি। মায়ের বয়স তখন অনেক। বঙ্গবন্ধুকে উনি খুব পছন্দ করতেন। তাই অসুস্থ শরীর নিয়েই ভাষণ শুনতে হাজির হয়েছিলেন কুষ্টিয়া ইউনাইটেড হাইস্কুল মাঠে। পাকিস্তান আমলে বঙ্গবন্ধুর যে ভূমিকা দেখেছি, তখনই বুঝেছি, নেতা একটাও যদি হয় তিনিই হবেন। বাঙালিকে ভালোবাসেন এমন জোরদার নেতা তখন ছিল না। ফলে বঙ্গবন্ধুই হয়ে ওঠেন বাঙালির প্রাণের নেতা। কুষ্টিয়াতে বঙ্গবন্ধুর কয়েকটি পোট্রেট ও জনসভার ছবি ক্যামেরাবন্দি করেছিলাম। ওই ছবিগুলোই আজ কথা বলছে। একাত্তরের আন্দোলন, প্রতিবাদ, আত্মত্যাগ ও বীরত্বের ইতিহাসটাও ছবির মাধ্যমেই জীবন্ত হয়ে আছে।’’

বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শে যাওয়া ও ছবি তোলার আগ্রহের কথাগুলো এভাবেই তুলে ধরেন যুদ্ধ-আলোকচিত্রী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হামিদ রায়হান।
তিনি জানান, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর থেকেই কুষ্টিয়া উত্তপ্ত হতে থাকে। ২৩ মার্চ ইসলামিয়া কলেজ মাঠে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে শোডাউন করে ছাত্র-মজুর-জনতা। ২৫ মার্চ কুষ্টিয়া হাইস্কুল মাঠে ছাত্র নেতারা স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গোলাম কিবরিয়া, আব্দুর রউফ চৌধুরী, নূরে

আলম জিকো প্রমুখ।

ওইদিন সাধারণ মানুষ ও ছাত্ররা লাঠিসোটা, তীর-ধনুক, দা ও ড্যামি রাইফেল নিয়ে সমাবেশও করে। ওই আন্দোলনে হামিদ রায়হান নিজে শুধু যুক্তই থাকেননি, বরং ক্যামেরায় ছবিও তুলে রেখেছেন।

২৫ মার্চ ১৯৭১। রাতেই সারাদেশে শুরু হয় গণহত্যা। তখন কী করলেন হামিদ রায়হান?
তার ভাষায়, ‘‘আমার খেয়াল হলো ছবিগুলোর প্রত্যেকটা নেগেটিভ রাখবো। ওগুলো অফিসেই ছিল। কারফিউ শেষ হলে নেগেটিভগুলো নিয়ে পরিবারসহ চলে যাই ভায়রার বাড়িতে, দৌলতপুরের কামালপুরে। পরে সেখান থেকে যাই ভারতের করিমপুরে। থাকি জামশেদপুরের এক ভাড়া বাড়িতে। কুমারখালির এমপিএ গোলাম কিবরিয়া সাহেবসহ নেতৃবৃন্দরা একটি রিক্রুটিং ক্যাম্প খোলার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন সেখানে। কিবরিয়া সাহেব পূর্বপরিচিত। ফলে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ শুরু করি। করিমপুর রিক্রুটিং ক্যাম্পটি চালু হলে ধীরে ধীরে যুবকরা আসতে থাকে। সেখান থেকেই তাদের বাছাই করে ট্রেনিংয়ে পাঠানো হতো।’’

তখন কী ধরনের ছবি তুলতেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘‘না, ওই সময়টায় ছবি তোলায় ভাটা পড়ে যায়। মনে তখন দেশকে মুক্ত করার চিন্তা। ২৪ ঘণ্টাই ক্যাম্পে থাকতাম। যুবকদের সংগঠিত করা, তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করাসহ মাস্টাররোল তৈরি করতে হতো প্রতিদিনই। প্রায় দুই হাজারের মতো যুবক ছিল ক্যাম্পে। ফলে এত লোকের খাবার আয়োজন করা খুব সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু ক্যাম্প থেকে যখন হায়ার ট্রেনিংয়ে যুবকদের পাঠানো হতো তখন খুব আনন্দ লাগতো।’’

যুদ্ধ-আলোকচিত্রী হিসেবে যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে রায়হান বলেন, ‘ ‘ট্রেনিং থেকে ফিরে মুক্তিযোদ্ধারা তখন বিভিন্ন জায়গায় অপারেশন শুরু করেছে। যুদ্ধ চলছিল পুরোদমে। ওই সময় ক্যাম্প থেকে হায়ার ট্রেনিংয়ে লোক নেওয়াও কমে যাচ্ছিলো। তখনই মনে হলো, তাহলে ফটোগ্রাফিটাকে কাজে লাগাই।

তখন বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস কোর কাজ করছিল বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে। ওরা ভলান্টিয়ার নিয়োগ দিতো। শরণার্থী ক্যাম্পের যুবক-যুবতীদের সংগঠিত করে লেফট-রাইট করানোসহ নানা কাজে যুক্ত রাখতো ভলান্টিয়াররা, যাতে তারা বিপথগামী হয়ে না যায়। ভলান্টিয়ার সার্ভিস কোরের উদ্যোক্তা ছিলেন ব্যারিস্টার আমীর-

উল-ইসলাম। লন্ডনের ওয়ার অন ওয়ান্ট তাদের ফান্ড দিতো। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ ছিলেন ওয়ার অন ওয়ান্ট-এর চেয়ারম্যান।
একদিন ব্যারিস্টারকে (আমীর-উল-ইসলাম) বললাম, ‘তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো। আমি ফটোগ্রাফিটা করি।’ তাদেরও প্রয়োজন ছিল ডকুমেন্টেশনের জন্য একজন লোক। ফলে তার মাধ্যমেই ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস কোরের ফটোগ্রাফার হিসেবে নিয়োগ পাই। বেতন ছিল চারশ’ টাকা। এর পরই ক্যামেরাবন্দি করা শুরু করি যুদ্ধদিনের নানা অধ্যায় ও ঘঁনাপ্রবাহ।’’

বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস কোর-এর দল যখন যে জায়গায় যেতো, তাদের সঙ্গেই যেতে হতো হামিদ রায়হানকে। বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে গিয়েও ছবি তুলতেন তিনি। পাটগ্রামের মুক্ত এলাকা পরিদর্শন করতে এসেছিলেন ওয়ার অন ওয়ান্টের চেয়ারম্যান ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ। ১৯৭১ সালের পহেলা অক্টোবর তারিখে ডোনাল্ড চেসওয়ার্থসহ পাটগ্রামের কোট-কাচারি, হাসপাতাল ও বিভিন্ন জায়গায় ছবি তোলেন হামিদ রায়হান। এছাড়া তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন ট্রেনিং ক্যাম্প, শরণার্থী ক্যাম্প ও মুক্তাঞ্চলগুলোতে। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর ধ্বংস করা ব্রিজ, কালভার্ট ও ভবনের ছবিও উঠে এসেছে তার ক্যামেরায়, যা স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিল।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শিকারপুর ট্রেনিং ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিংয়ের ছবি, ১১ ডিসেম্বর যশোরের পিকনিক কর্নার এলাকায় পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর ফেলে যাওয়া তাজা রকেট বোমার পাশে দুই শিশুর ছবি, ঝিকরগাছায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্রিজ, ২২ নভেম্বর চুয়াডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ বাজারে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়া রাজাকারের ছবিও ক্যামেরাবন্দি করেন এ আলোকচিত্রী।

পাকিস্তান সেনাদের বেওনেটের টর্চারে আহত এক মুক্তিযোদ্ধাকে বিভি এস বি হাসাপাতালে চিকিৎসা দেওয়ার ছবি, ২ ডিসেম্বর মুক্ত কালিগঞ্জে (সাতক্ষীরা) পরিদর্শনে আসা এ এইচ এম কামরুজ্জামান, মেজর জলিল, ব্যারিস্ট্রার আমীর-উল-ইসলাম, মেজর হায়দার প্রমুখের ছবি তোলেন হামিদ রায়হান। ১১ ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হওয়ার পর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জনসভা হয় টাউন হল ময়দানে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ। রায়হানের তোলা সেদিনের ছবিতে দেখা যায় এম আর আক্তার মুকুল, উপেন তরফদার, জহির রায়হান ও যশোরের রওশনসহ অনেককে।

কুষ্টিয়াতে রাজাকারদের ধরে আনার ছবি, ৬ ডিসেম্বর ভারতের স্বীকৃতির দিন কোলকাতায় একটি মিছিলে প্ল্যাকার্ড হাতে ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কবি নির্মলেন্দু গুণের ছবিও উঠে আসে তার ক্যামেরায়। এই ছবিগুলোই ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। একাত্তরে হামিদ রায়হানের তোলা ছবিগুলো বিশ্ব গণমাধ্যমে পাঠানো হতো। ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বজনমত গড়তে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।’’

আলাপচারিতায় যুদ্ধদিনের স্মরণীয় কয়েকটি ঘটনার কথাও তুলে ধরেন আলেকচিত্রী আবদুল হামিদ রায়হান। তার ভাষায়, ‘‘খুব কাছ থেকে দেখেছি কীভাবে মানুষ মারা যাচ্ছে। অভুক্ত অবস্থায় মানুষ আসছে দেশ থেকে। তিন-চারদিন পর খাবার পেলো। আবার কলেরা শুরু হয়ে গেল। শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে চোখের একটা অসুখ দেখা দেয় তখন। চোখের ওই রোগ মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল সব ক্যাম্পে। ফলে পশ্চিম বাংলার লোকেরা ওই রোগের নাম দেয় ‘জয় বাংলা রোগ’। এক শরণার্থী ক্যাম্পে দেখেছি মা মরে গেছে, বাচ্চা গিয়ে তার দুধ খাচ্ছে। এই ছবিটা তুলতে না পারায় খুব আফসোস হয়েছিল। হাজার হাজার লোক মরেছে ক্যাম্পে আসার আগেই, খাবারের অভাবে। খুলনার গল্লামারি বদ্ধভূমিতে মানুষের হাড়গোড় ও মাথার খুলির স্তুপ ছিল। অধিকাংশকেই সেখানে বিহারী ও রাজাকাররা হত্যা করেছিল।

তিনি আরো বলেন, ‘‘একাত্তরে ভারতীয় জনগণের সহযোগিতার কথা না বললেই নয়। শুধু খাওয়া নয়, থাকার জায়গা দিয়েও সহযোগিতা করেছে। কোলকাতার কাছে এক শরণার্থী ক্যাম্পেই ছিল প্রায় লাখের মতো লোক। ভারতীয়রা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বাদ দিয়ে স্কুলগুলো দেয় শরণার্থীদের থাকার জন্য। ভারত যে সহযোগিতা করেছে তা না হলে প্রায় অসম্ভব ছিল দেশ স্বাধীন করা। সাড়ে সাত কোটির ভেতর এক কোটি লোককেই তারা জায়গা দিয়েছে। ওই সময়ের শরণার্থী ক্যাম্পগুলো না দেখলে ঠিক বুঝতে পারবেন না একাত্তরে কী হয়েছিল!

শরণার্থী ক্যাম্প ছাড়াও ছবি তুলেছি বর্ডার এলাকার অ্যাকশন ক্যাম্পগুলোতে। আমার ক্যামেরায় তুলে আনি একাত্তরের ৫৪০টির মতো ছবি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে ২৯২টি, দৃককে ১০০টি ও সামরিক জাদুঘর ‘বিজয় কেতন’-এ দিয়েছি আরো বেশ কিছু ছবি।’’

ছবি নিয়ে ভালোলাগার অনুভূতিও জানান এই আলোকচিত্রী, ‘‘একাত্তরে সাতক্ষীরার দেবহাটায় এক মুক্তিযোদ্ধার বন্দুক তাক করা একটা ছবি তুলেছিলাম। কয়েকবছর আগে দৃক গ্যালারিতে সে ছবিটি প্রদর্শিত হয়।

ওরা প্রদর্শনীর প্রচারণা চালায় ওই ছবিটা দিয়েই। তা দেখে এক ব্যক্তি তার নিকটআত্মীয়কে খবর দেয়। তারপর নারায়ণগঞ্জ থেকে এসে একাত্তরে নিজের ছবি দেখে আমাকে জড়িয়ে ধরেন ওই মুক্তিযোদ্ধা। তখনই জানি, তার নাম মোসলেহ উদ্দিন।’’

এভাবে অনেক মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত মানুষ তাদের বা তাদের স্বজনদের খুঁজে পেয়েছেন আমার তোলা ছবি থেকে। ওই ছবি সরকারের উচ্চপর্যায়ে জমা দিয়ে তারা বা তার পরিবার সম্মানিতও হয়েছেন। এটাই ভালো লাগে। ছবি তুলেছিলাম বলেই তো আজ এত ছবি আপনারা দেখতে পারছেন। একাত্তরে ক্যামেরাটাই ছিল আমার অস্ত্র।’’

১৯৭৩ সালের ১৩ মার্চ কুষ্টিয়া শহরে রূপান্তর নামে একটি স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করেন আলোকচিত্রী আবদুল হামিদ রায়হান। সেখান থেকে একাত্তরের ছবিগুলো সামান্য মূল্যে প্রিন্ট করা যায়। এছাড়া প্রজন্মের কাছে আলোকচিত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে টাঙানো রয়েছে বেশ কিছু ছবি। পরিসর ছোট হলেও রূপান্তর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার এক জীবন্ত মিউজিয়াম।

যুদ্ধ-আলোকচিত্রী আবদুল হামিদ রায়হানের বয়স এখন আটাশি। একাত্তরে রিক্রুটিং ক্যাম্পে দায়িত্ব পালনের জন্য মুক্তিযোদ্ধার সম্মান লাভ করেছেন তিনি।
কিন্তু অদ্যাবধি তাকে মুক্তিযুদ্ধ-আলোকচিত্রী হিসেবে সরকার কোনো স্বীকৃতি বা পুরস্কার দেয়নি। এ নিয়ে কোনো আফসোসও নেই তার। শুধু বললেন, ‘‘কর্তব্য ছিল, করেছি। নিজের কোনো চাওয়া- পাওয়া নেই। দেশটা তো স্বাধীন হয়েছে। একাত্তরের ছবিগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে রূপান্তর স্টুডিও দিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের ওই ছবিগুলো প্রজন্ম দেখুক। ভাবুক তারা, কত কষ্টে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি!’’

পৃথিবীর সকল মায়েরা যেন ভালো

থাকে

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেছেন, পৃথিবীতে একজন মানুষের প্রতি অন্য মানুষের দয়া সহানুভূতির চেয়েও যার ভালোবাসা বেশি তিনিই হলেন মা। শত ত্যাগ ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে মা বড় করে তোলেন সন্তানকে। নিজে না খেয়ে সন্তানকে খেতে দেন। মায়ের স্মৃতি বহন করেই সন্তানের বেঁচে থাকা, মায়ের একটা শরীরই হলো তার সন্তান।

গতকাল রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে বিশ্ব মা দিবস উপলক্ষ্যে অসহায় মায়েদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী, নগদ টাকা ও শাড়ী বিতরণকালে তিনি একথা বলেন।

পৃথিবীর সকল মায়েরা যেন ভালো থাকে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, নিজে শত কষ্ট সহ্য করলেও সন্তানের সামান্য কষ্ট মা সহ্য করতে পারেন না। সন্তানের প্রথম এবং সবচেয়ে বড় শিক্ষক মা। একজন মা সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে, নিজেকে তীলে তীলে বিসর্জন দেন। তাই মা দিবস বলে কোন কিছুই নেই। প্রতিটি দিনই মাকে ভালোবাসতে হবে।

জেলা প্রশাসন ও জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকে (রাজস্ব) ওবায়দুর রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সিরাজুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তবিবর রহমান, মহিলা বিষয়ক অধিদফতরের উপ-পরিচালক নূরে ফেরদৌস, সদর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মর্জিনা খাতুন সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় বিশ্ব মা দিবসে নারী মুক্তিযোদ্ধা ও বীরঙ্গনাদের সংবর্ধনা

“বিশ্ব মা দিবস” উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় পুনাকের উদ্যোগে কুষ্টিয়ায় নারী মুক্তিযোদ্ধা ও বীরঙ্গনাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গতকাল রবিবার বিকেলে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন্স’র সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পুলিশ নারী কল্যান সমিতি (পুনাক) কুষ্টিয়ার সভানেত্রী ও কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপারের সহধর্মিণী দিলরুবা আলম।

এসময় নারী মুক্তিযোদ্ধা ও বীরঙ্গনাদের সংবর্ধনা প্রদানকালে তিনি বলেন, আপনাদের (নারী মুক্তিযোদ্ধা ও বীরঙ্গনা) সম্মান রাষ্ট্রের সবচাইতে সম্মান জনক ব্যক্তি জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিয়ে গেছেন। আপনাদের অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। তিনি আরও বলেন, আপনারা আমার মা। আমি মা জননী হিসাবেই আপনাদের সম্মান করব।

অনুষ্ঠানে নারী মুক্তিযোদ্ধা ও বীরঙ্গনাদের সম্মাননা স্মারক ক্রেষ্ট, ফুল ও উপহার সামগ্রী প্রদান করেন।
অনুষ্ঠানে পিবিআই কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (সহধর্মিণী) মিসেস নার্গিস সরোয়ারসহ পুনাকের অন্যান্য সদস্যরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।